সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ

অন্নংভট্টের মতে অযথার্থ অনুভব তিন প্রকার : যথা **সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক**। যদিও দীপিকাতে অন্নংভট্ট স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন, তাহলেও স্বপ্নকে তিনি মানস বিপর্যয়ের গতার্থ করেছেন অর্থাৎ স্বপ্ন এক প্রকার বিপর্যয়ই। আমরা এখন অন্নংভট্ট প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার বিস্তারিত আলোচনা করব।

সংশয় ঃ অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে সংশয়ের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে ঃ 'একস্মিন ধর্মিণি বিরুদ্ধ নানা ধর্ম বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং সংশয়ঃ' অর্থাৎ 'একটি ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম প্রকারক জ্ঞান সংশয়' কোন পদার্থে একই সময়ে যে সব ধর্ম থাকতে পারে না, সেই সব ধর্ম বিরুদ্ধ ধর্ম। বিরুদ্ধ ধর্মকে কোটিও বলা হয়। সংশয়ে সাধারণত দুটি কোটি থাকে। তবে দুটির বেশী কোটিও থাকতে পারে।

যে অধিকরণে বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হয়, তাকে বলে ধর্মী। কোন ধর্মীকে একই সময়ে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়রূপে জানাই হল সংশয়। যেহেতু একই বস্তুতে একই সময়ে একইসঙ্গে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে না, সেজন্যই এপ্রকার জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় হল অযথার্থ অনুভব। সংশয়ের ক্ষেত্রে যে পদার্থে অর্থাৎ ধর্মীতে যে ধর্মের অভাব থাকে, সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে জানার জন্য সংশয় হল অযথার্থ অনুভব। অন্নংভট্ট সংশয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' অর্থাৎ ঐটি স্থাণু বা পুরুষ অর্থাৎ মানুষ। দূরে স্থিত কোন বস্তুতে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে বিশেষ দর্শন না হওয়ায় এবং উর্ধ্বতাদি সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় 'ঐটি স্থাণু বা মানুষ' এরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান সংশয়। এক্ষেত্রে দূরে একটি বস্তু থাকায় ধর্মী একটিই এবং তাতে স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় অর্থাৎ স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব একই সময়ে কোন এক পদার্থে থাকতে পারে না, তথাপি তারা একই পদার্থের ধর্মরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' জ্ঞানটি 'তদভাববতি তৎপ্রকারক' হওয়ায় অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা হয়েছে।

এবার আমরা সংশয়ের লক্ষণ ঘটক পদগুলি লক্ষণে ব্যবহারের তাৎপর্য বা গুরুত্ব কি তা দেখে নিতে পারি যা অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকা টীকাতে দেখিয়েছেন। উক্ত সংশয়ের লক্ষণে তিনটি মূল পদ আছে। যথা ঃ একই ধর্মীতে (একস্মিন) অর্থাৎ এক, বিরুদ্ধ ও নানা।

তিনি বলেন, সংশয়ের লক্ষণে যদি 'এক'(একস্মিন) পদটি না থাকত তাহলে লক্ষণটি সমূহালম্বন জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হত। যেমন, কারও একই সময়ে দুটি বস্তুর জ্ঞান, অর্থাৎ 'ঘটপটৌ' এরূপ জ্ঞান হতে পারে। এরূপ জ্ঞান সমূহালম্বন জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান সংশয় নয়। উক্ত সমূহালম্বন জ্ঞানে ঘটত্ব পটত্বরূপ নানা বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হলেও উক্ত জ্ঞানের ধর্মী কিন্তু একটি নয়, পরন্তু দুটি(ঘট ও পট)। কিন্তু সংশয় হল - একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান'। কিন্তু সংশয়ের লক্ষণে যদি 'এক' পদটি দেওয়া হয় তাহলে আর অতিব্যাপ্তি হবে না। ('ঘটপটৌ ইতি সমূহালম্বনে অতিব্যাপ্তি বারণায় এক ইতি')।

আবার সংশয়ের লক্ষণে যদি ‘বিরুদ্ধ’ পদটি না থাকত তাহলে লক্ষণটি দাঁড়াত ‘একস্মিন ধর্মিণি নানাধর্ম বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং’ অর্থাৎ একই ধর্মীতে নানা ধর্মের উপস্থিতির জ্ঞানকেই সংশয় বলে। সংশয়ের এই লক্ষণটি ‘ঘটোদ্রব্যম্’ অর্থাৎ ‘ঘট একটি দ্রব্য’ এই যথার্থ জ্ঞানে প্রযুক্ত হওয়ায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। ‘ঘট একটি দ্রব্য’ এই জ্ঞানে দুটি ধর্ম আছে, ঘটে ঘটত্ব ও দ্রব্যে দ্রব্যত্ব। তবে এক্ষেত্রে দুটি ধর্ম থাকলেও তারা বিরুদ্ধ ধর্ম নয়। ধর্ম দুটি একই সময়ে, একই অধিকরণে (যথা ঘটে) আশ্রিত হতে পারে। তাই ‘ঘট হল দ্রব্য’ এপ্রকার যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয়ের লক্ষণ প্রযুক্ত না হয়, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি না হয়, তার জন্য লক্ষণে ‘বিরুদ্ধ’ পদটি যুক্ত হয়েছ। ‘ঘটত্ব’ ও ‘দ্রব্যত্ব’ ধর্ম দুটি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা বিরুদ্ধ নয়, যেহেতু তারা একই অধিকরণে অর্থাৎ ঘটে আশ্রিত হতে পারে।

এখন সংশয়ের লক্ষণে যদি ‘নানা’ পদটি না থাকত অর্থাৎ লক্ষণটি যদি করা হত ‘একস্মিন ধর্মিণিবিরুদ্ধ ধর্ম বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং সংশয়ঃ’ অর্থাৎ ‘একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতির জ্ঞানকেই ‘সংশয়’ বলে। সংশয়ের লক্ষণ এরূপ হলে লক্ষণটি ‘পট ঘটত্ব-বিরুদ্ধ পটত্ববান্’ - এই যথার্থ জ্ঞানে প্রযুক্ত হয়ে যাবে। ফলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে, অলক্ষ্যে লক্ষণ চলে যাওয়াতে। ‘পট ঘটত্ব-বিরুদ্ধ পটত্ববান্’ এই জ্ঞানটিতে এরূপ বলা হয় যে, ‘এই পটটি পটত্ব দ্বারা বিশেষিত, যে বিশেষণটি ঘটত্বের বিরুদ্ধ’। ‘পটত্ব’ এবং ‘ঘটত্ব’ দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম এবং এ দুটি ধর্ম কখনও একই সময়ে একই অধিকরণে থাকতে পারে না। তবে, উক্ত জ্ঞানটিতে দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের অর্থাৎ ‘ঘটত্ব’ ও ‘পটত্ব’ ধর্মের উল্লেখ থাকলেও ধর্মী পটকে কেবল একটি ধর্মের দ্বারা (যা ঘটত্বের বিরুদ্ধ ধর্ম) - বিশেষিত করা হয়েছে। এখানে বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ থাকলেও, ধর্মীতে অর্থাৎ পটে প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মের (‘পটত্ব’ ধর্মের) উপস্থিতির জ্ঞান হয়েছে, নানা ধর্মের উপস্থিতির জ্ঞান হয় নি। তাই অন্নংভট্ট ‘পট ঘটত্ব বিরুদ্ধ পটত্ববান্’ - এই জাতীয় নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য সংশয়ের লক্ষণে ‘নানা’ পদটি যুক্ত করেছেন। এর থেকে বোঝা গেল অন্নংভট্ট সংশয়ের যে লক্ষণটি দিয়েছেন তা যথার্থ লক্ষণ।

বিপর্যয় ঃ বিপর্যয় হল অন্নংভট্ট স্বীকৃত দ্বিতীয় প্রকার অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্যয় (‘মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্যয়ঃ’) বলেছেন। এই জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেন, ‘শুক্তৌ ইদং রজতম্ ইতি’ অর্থাৎ ‘শুক্তিতে রজতের জ্ঞান’ মিথ্যা জ্ঞান। এই বিপর্যয়রূপ মিথ্যা জ্ঞানকে ভ্রম জ্ঞানও বলা হয়। সংশয় অনিশ্চিত জ্ঞান, কিন্তু বিপর্যয় নিশ্চিত জ্ঞান, অর্থাৎ নিশ্চিত মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্যয়। অন্নংভট্ট এই প্রসঙ্গে দীপিকায় বলেছেন, বিপর্যয় হল একটি বিশেষ্যে (শুক্তিতে) কোন প্রকার (রজতত্ব) বিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, যে প্রকারের অভাব উক্ত বিশেষ্যে আছে। সুতরাং বিপর্যয় হল ঃ ‘তদভাববতি তৎপ্রকারক নিশ্চয়ঃ’ অর্থাৎ বিপর্যয় হল যেখানে যে প্রকারের অভাব আছে, সেখানে সেই প্রকারক নিশ্চয়’। বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিপর্যয়কে নিশ্চয় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বলাতে আর সংশয়ে অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ সংশয়ের স্থলেও বিশেষ্যে প্রকারের জ্ঞান হয়, যে প্রকারের অভাব বিশেষ্যে আছে। সুতরাং সংশয়ও ‘তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান’। কিন্তু বিপর্যয় ‘তদভাববতি তৎপ্রকারক নিশ্চয়’। তাই বিপর্যয় সংশয় থেকে ভিন্ন অযথার্থ অনুভব।

অযথার্থ অনুভব মাত্রই কোন না কোন দোষ প্রসূত, তা সে দোষ কখনো পারিপার্শ্বিক অবস্থাগত, কখনো দৈহিক, আবার কখনো মানসিক হতে পারে। অযথার্থ অনুভবরূপ বিপর্যয়েরও তাই কোন না কোন কারণ থাকে। সে সূর্যালোকের প্রতিফলন বা দৃষ্টবস্তুর চাকচিক্য ইত্যাদি দোষের জন্যই শুক্তির স্থলে রজতভ্রম হয়। আবার দূরত্ব, পিত্তাদি দোষের জন্যও বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই সব দোষের জন্য বিশেষ-অদর্শন হয়, অর্থাৎ শুক্তি ও রজতের সাধারণ ধর্ম চাকচিক্য ইত্যাদির দর্শন হলেও বিশেষ ধর্মের - শুক্তির শুক্তিত্ব ও রজতের রজতত্বের বিশেষ দর্শন হয় না, এবং এপ্রকার বিশেষ অদর্শনের ফলেই বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আবার পূর্বার্জিত সংস্কারের উদ্‌বোধনও বিপর্যয়ের কারণ। যে ব্যক্তি পূর্বে রজত দর্শন করেছে এবং ঐ দর্শনজন্য স্মৃতি প্রতিরূপ সংরক্ষিত করেছে, পরবর্তীকালে তার শুক্তির সঙ্গে চক্ষুর সন্নিকর্ষ হলে, শুক্তির চাকচিক্য দর্শন করে রজতের স্মরণ হয় এবং শুক্তিতে রজতের মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান নানা প্রকার হতে পারে। যেমন - সৎকে অসৎরূপে জ্ঞান, দেহকে আত্মারূপে জ্ঞান, নিত্যকে অনিত্যরূপে জ্ঞান ইত্যাদি।

তর্ক ঃ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে তর্ককে তৃতীয় প্রকার অযথার্থ অনুভব বলেছেন। তর্ক এক প্রকার আরোপাত্মক জ্ঞান। আর আরোপাত্মক জ্ঞান মাত্রই অযথার্থ হয়। অযথার্থ জ্ঞান আবার আহার্য ও অনাহার্য ভেদে দু-প্রকার। যেখানে যথার্থ জ্ঞান আছে সেখানে যদি ইচ্ছাপূর্বক আরোপ হয়, তাহলে তা আহার্য জ্ঞান। ('বাধকালীন ইচ্ছাজন্যত্বম্ আহার্যত্বম্')। যেমন জলে ধূম ও বহ্নি কোনটিই থাকে না, এরূপ যথার্থ জ্ঞান থাকলেও যদি ইচ্ছাপূর্বক আরোপ করে বলা হয়, 'যদি জলে ধূম থাকে, তাহলে বহ্নিও থাকুক। তাহলে তা হবে আহার্য জ্ঞান। তর্ক হল আহার্য অযথার্থ জ্ঞান। তর্ক এক প্রকার আরোপ বা আপত্তি হলেও যে কোন পদার্থের আরোপের দ্বারা যে কোন পদার্থের আরোপরূপ আপত্তিকে তর্ক বলা হয় না। যেমন, এখানে হাতি আছে বললে কেউ যদি আপত্তি করে যে, তাহলে গাধাও থাকুক, তাহলে ঐ আপত্তিকে তর্ক বলা হয় না। কেননা, হাতি ও গাধার মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই। হাতি গাধার ব্যাপ্য নয়। হাতি থাকলেই গাধা থাকবে, এরূপ ব্যাপ্তি নেই।

তাই অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে তর্কের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ব্যাপারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ’ অর্থাৎ যেখানে ব্যাপক পদার্থ থাকে না সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপের দ্বারা ব্যাপক পদার্থে আরোপ রূপ আপত্তিই তর্ক। ব্যাপ্য পদার্থ থাকলেই ব্যাপক পদার্থ থাকবেই, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকলে, ব্যাপ্য পদার্থের অভাবও থাকবে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, বহ্নি ধূমের ব্যাপক। যেখানে বহ্নি নেই, সেখানে যদি কেউ বলেন, ‘যদি বহ্নি না থাকে, তাহলে ধূমও থাকবে না’ (যদি বহ্নঃ ন স্যাৎ ধূমঃ অপি ন স্যাৎ’) এরূপ আপত্তিই তর্ক। যেখানে ধূম ও বহ্নি আছে, সেখানে ধূম আছে বললে কেউ যদি আপত্তি করে যে, তাহলে বহ্নিও থাকুক ? এরূপ আপত্তি ইষ্টাপত্তি। এরূপ আপত্তিকে তর্ক বলা হয় না। কিন্তু যেখানে ধূমও নেই, বহ্নিও নেই, সেখানে ধূম আছে বললে কেউ যদি আপত্তি করে যে, বহ্নিও থাকুক ? তাহলে এরূপ আপত্তিকে তর্ক বলা হয়। তর্ক হল অনিষ্ট আপত্তি। যেমন, জলপান পিপাসা নিবারণ করে না বললে কেউ যদি আপত্তি করে যে, তাহলে পিপাসু ব্যক্তি জল পান না করুক ? তাহলে উক্ত স্থলে জলপান পিপাসা নিবারক প্রমাণসিদ্ধ উক্ত পদার্থের পরিত্যাগরূপ অনিষ্টের যে আপত্তি, তাই তর্ক।

তর্ক একপ্রকার অযথার্থ জ্ঞান, আরোপাত্মক জ্ঞান এবং আরোপাত্মক জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানই হয় বলে তর্ক বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু তর্ক বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও তর্ক প্রমাণের অনুগ্রাহক বলে অন্নংভট্ট তর্ককে পৃথক একপ্রকার অযথার্থ অনুভব বলে উল্লেখ করেছেন।

তর্ক প্রমাজনক প্রতিবন্ধক দূর করে প্রমাণের দ্বারা প্রমার উৎপত্তিতে সহায়ক হয়। 'পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু পর্বতে ধূম আছে', এরূপ অনুমান স্থলে কেউ যদি আশঙ্কা করে - 'ধূম আছে, কিন্তু বহ্নি নেই' অথবা 'ধূম আছে, কিন্তু বহ্নি না থাকে' ? তাহলে 'যদি বহ্নি না থাকে, তাহলে ধূমও থাকত না' অথবা 'যদি বহ্নি না থাকে, তাহলে ধূম বহ্নিজন্য না হোক' ? এরূপ তর্কের দ্বারা উক্ত সংশয় দূরীভূত হয়।

কার্য-কারণ নিয়ম বলে - কার্য থাকলে কারণ থাকবেই। ধূম কার্য, বহ্নি কারণ। কার্য-কারণ নিয়মের জন্যই 'যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহ্নি থাকবেই'। ধূম বহ্নির দ্বারা উৎপন্ন। ধূম থাকলেও যদি বহ্নি না থাকে এরূপ আশঙ্কা করলে কার্য-কারণ নিয়মভঙ্গরূপ অনিষ্ট আপত্তি হবে। এরই নাম তর্ক। এভাবে তর্কের দ্বারা ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় বলা যায় - ধূম থাকলে বহ্নি থাকবেই। এভাবে তর্কের দ্বারা ব্যাপ্তি সংশয় দূরীভূত হওয়ায় 'পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু পর্বতে ধূম আছে' এরূপ অনুমিতি হতে বাধা থাকে না। তাই অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় তর্ককে প্রমাণের অনুগ্রাহক বলেছেন। তর্ক কোন প্রমাণ নয়, তর্ক স্বয়ং অপ্রমাণ। কিন্তু প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী জ্ঞান বলে অন্নংভট্ট তর্ককে বিপর্যয়ের অন্তর্ভূক্ত না করে পৃথক এক প্রকার অযথার্থ অনুভব বলেছেন। তাছাড়া বিপর্যয় অনাহার্য অযথার্থ অনুভব বলে আহার্য অযথার্থ অনুভব রূপ তর্ককে বিপর্যয়ের গতার্থ করা যায় না।